স্বাগতম

সেরা কলেজ ভর্তি প্রস্তুতি

(বাংলা)

কাউসার ভাই

শব্দ

- বিদেশি শব্দ

(ক) পর্তুগিজ শব্দ

- গির্জার পাদ্রিটি আনারস,পাউরুটি ও পেয়ারা বালতিতে ভরে গুদামের আলমারিতে রেখে তালা মেরে চাবি নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর জানালা দিয়ে চোর ঢুকে আলপিন দিয়ে তালা খুলে কেদারার উপর দাঁড়িয়ে তা চুরি করল।

(খ) ফরাসি

(গ) তুর্কি

(ঘ)চিনা

(ঙ) জাপানি ,এছাড়া মিশ্র শব্দ গুলো পড়তে হবে।

ধ্বনিতত্ত্ব

ক) মৌলিক স্বরধ্বনি - অ,আ,ই,উ,এ,ও, অ্যা

খ) যৌগিক স্বরধ্বনি - ২৫ টি

গ) যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ - ঐ,ঔ

ঘ) ক থেকে ম – এই পচিশটি বর্ণ এর বিস্তারিত

ঙ) যুক্তব্যঞ্জন গুলো পড়তে হবে

ধ্বনির পরিবর্তন

১) স্বরাগম -

- আদি - স্কুল > ইস্কুল
- মধ্য - প্রীতি > পিরীতি
- অন্ত্য - দিশ > দিশা

ধ্বনির পরিবর্তন

২)স্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষ -

স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া হল স্বরলোপ।

ক) আদি

খ) মধ্য

গ) অন্ত্য

ধ্বনির পরিবর্তন

অপিনিহিতি	ধ্বনি বিপর্যয়	বিষমীভবন	ব্যঞ্জন বিকৃতি
আজি > আইজ চারি > চাইর	লাফ > ফাল রিক্সা > রিসকা	শরীর > শরীল লাল > নাল	কবাট > কপাট ধোবা > ধোপা

ধ্বনির পরিবর্তন

- ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের ব্যতিক্রম নিয়ম গুলো। যেমন - সমাসবদ্ধ শব্দে "ণ-ত্ব" বিধান খাটে না এবং বিদেশি শব্দে "ষ " হয় না।

  উদাহরণ - ত্রিনয়ন,মাস্টার।

- সন্ধি থেকে নিপাতনে সিদ্ধ এর নিয়ম গুলো দেখবে। এছাড়া স্বর সন্ধির তের নম্বর নিয়মটি দেখবে।

দ্বিরুক্তি,বচন,সংখ্যাবাচক শব্দ

(ক) যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তি,বাগধারার দ্বিরুক্তি অর্থ সহ। এছাড়াও বাক্যে দ্বিরুক্তির অর্থ গুলো বোঝতে হবে।

(খ) সংখ্যাবাচক শব্দ থেকে কীভাবে লিখলে কোন সংখ্যাবাচক শব্দ হয় সেটি এবং পূর্ণ সংখ্যার ন্যূনতা ও আধিক্য

(গ) বচন থেকে বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য। যেমন - সিংহ বনে থাকে,বাজারে লোক জমেছে,এটাই করিমদের বাড়ি ইত্যাদি।

সমাস

- পদের অর্থ প্রকাশের দিক থেকে সমাস চার প্রকার। যথা - পূর্বপদ,পরপদ,উভয়পদ এবং অন্য পদ অর্থ প্রধান।

১) কর্মধারয় -

(ক) মধ্যপদলোপী - সাহিত্যসভা,সিংহাসন,ঘরজামাই।

(খ) উপমান - সমস্ত পদের বক্তব্য সত্য হয়। যেমন-কাজলকালো,তুষারশুভ্র,অরুণরাঙা।

(গ) উপমিত - সমস্তপদের বক্তব্য মিথ্যা হয়। যেমন - সিংহপুরুষ,চন্দ্রমুখ,বাহুলতা।

(ঘ) রূপক - সমস্ত পদের একটি দেখা যায় অন্যটি দেখা যায় না। যেমন - মনমাঝি,বিষাদসিন্ধু।

সমাস

২)তৎপুরুষ - শুধু ষষ্ঠী তৎপুরুষের ব্যতিক্রম সাতটি নিয়ম পড়তে হবে।

❖ উপপদ তৎপুরুষ -

➢ পকেট মারে যে - পকেটমার

➢ সত্য বলে যে - সত্যবাদী

৩) বহুব্রীহি -

ক)সমানাধিকরণ - নীলকণ্ঠ,নীলাম্বর,পীতাম্বর,কমবখত,বদমেজাজ,খোশমেজাজ,উচ্চশির,সুশ্রী,

জবরদস্তি,হতশ্রী,হৃতসর্বস্ব,সুশীল।

সমাস

(খ) ব্যাধিকরণ - আশীবিষ,বীণাপাণি,কথাসর্বস্ব ইত্যাদি।

(গ) ব্যতিহার - কানাকানি,হাতাহাতি,মারামারি ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি (বিশেষণ)	দ্বিগু (বিশেষ্য)
দশানন (রাবণ) বারোহাতি (শাড়ী) দশভূজা (দুর্গা) চৌচালা (ঘর) তেপায়া (টেবিল)	চৌরাস্তা শতাব্দী পঞ্চভূত অষ্টধাতু সাতসমুদ্র

সমাস

৪) অব্যয়ীভাব - এই সমাসটি অব্যয় দিয়ে শুরু হয় এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধান থাকে।

যেমন - উপকূল,উপজেলা ইত্যাদি।

৫) প্রাদি সমাস = প্র,পরা,পরি+কৃদন্ত বিশেষ্য।

যেমন - প্র যে বচন = প্রবচন

পরি যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ ইত্যাদি।

উপসর্গ

- বাংলা উপসর্গ - অ অঘা অজ অনা
  আ আড় আন আব
  ইতি পাতি ঊনা
  কদ কু নি
  বি ভর রাম
  স সা সু হা।

আ সু বি নি = বাংলা + সংস্কৃত

“ সু = লাইলি মজনুর প্রতি সুনজর দেবার সুখবর শুনে
মজনু সুদিন দেখে সুকাজ সেরে সুনামের আশা করল।”

“ নি = নিলাজ লোকটি নিরেট প্লেটে নিখুঁত ভাবে খেয়ে নিভাঁজ
পেটে নিখোঁজ হল।”

“আ+বি = বিভূঁই লোকটি আকাঁড়া ও আধোয়া চাল দিয়ে আগাছা
ও আকাঠা জ্বালানিতে আলুনি খিচুড়ি রান্নার বিফল চেষ্টা করে
বিপথে হাটা দিল।”

উপসর্গ

- ফারসি উপসর্গ = বর কম দরকার না বলছি

  নিম ফি বে বদ ফারসি।

- আরবি = আম,খাস,লা,গর,বাজে,খয়ের।

- প্রশ্নের প্যাটার্ন,

ধাতু

- বাংলা ও সংস্কৃত ধাতু চেনার উপায় -

ক্রন্দ		কাদ
ক্রী		কিন
দৃশ		দেখ
ধৃ		ধর
কৃ		কর

- অজ্ঞাতমূল "হের"
- বিদেশাগত - মাঙ,আট্,চেচ,জম,বিগড়,লটক ইত্যাদি।

ধাতু

❖ যৌগিক ধাতু = বিশেষ্য / বিশেষণ / ধ্বন্যাত্মক অব্যয় + মৌলিক ধাতু। যেমন-

পাখি ধর

ভাল কর

টনটন কর

কৃৎপ্রত্যয়

➢ সংস্কৃত - পঠিত,সিক্ত,ভুক্ত,গত,ছিন্ন,দত্ত,দগ্ধ,উক্ত,উপ্ত,মুগ্ধ,লব্ধ,সৃষ্ট,হত,রতি,শ্রান্তি,ভক্তি

❖ তদ্ধিত প্রত্যয় - কোন অর্থে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে তা মনে রাখতে হবে। যেমন - চোরা,কেষ্টা,কানাই,ঘরামি ইতাদি।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

❖ শব্দের শ্রেণিবিভাগ -

ক) যৌগিক = উৎপত্তি + ব্যবহারিক অর্থ

খ) রূঢ় = উৎপত্তি - ব্যবহারিক অর্থ

গ) যোগরূঢ় = ব্যাসবাক্য - সমস্তপদ

রূঢ় - তেলেভাজা সন্দেশ খেয়ে প্রবীণ লোকটি পাঞ্জাবি পড়ে হস্তীর পিঠে উঠে বাঁশি বাজায়। যা গবেষণা করে গবাক্ষ দিয়ে হরিণ পালিয়ে যায়।

যোগরূঢ় - রাজপুত পঙ্কজ সরোজ তোলার উদ্দেশ্যে জলধিতে যাবার জন্য মহাযাত্রার আয়োজন করল।

পদ প্রকরণ

- বেশি পড়তে হবে - বিশেষণ,অব্যয়, ক্রিয়া

১) অব্যয় পদ -

ক) সমুচ্চয়ী - CONJUNCTION

খ) অনন্বয়ী - INTERJECTION

গ) অনুসর্গ বা পদান্বয়ী - PREPOSITION

ঘ) ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার

২) বিশেষণ -

নাম বিশেষণের উদাহরণ গুলো। যেমন -

গুণবাচক - চৌকস লোক,দক্ষ কারিগর

পদ প্রকরণ

অবস্থাবাচক - তাজা মাছ, রোগা ছেলে

পরিমাণবাচক - বিঘাটেক জমি, হাজার টনী জাহাজ ইত্যাদি।

❑ ভাব বিশেষণ -

i. ক্রিয়া বিশেষণ (ADVERB) - ঘোড়া দ্রুত দৌড়ায়

ii. বিশেষণের বিশেষণ - ঘোড়া খুব দ্রুত দৌড়ায়

iii. অব্যয়ের বিশেষণ - ধিক তারে শত ধিক, নির্লজ্জ যে জন।

iv. বাক্যের বিশেষণ - সৌভাগ্যক্রমে তার চাকরিটা হয়ে গেছে।

v. বিশেষণের অতিশায়ন (DEGREE) - এ মাটি সোনার বাড়া।

❖ এছাড়া সর্বনামের উদাহরণ গুলো পড়তে হবে।

❖ একই অব্যয়ের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার (পৃষ্ঠা-১০৯)

ক্রিয়াপদ

❖ কর্ম - ক্রিয়াকে কী / কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে জবাব পাওয়া যায় তাকে কর্ম বলে।

i. সকর্মক = মিনু বই পড়ে।

ii. অকর্মক = মিনু স্কুলে যায়।

iii. দ্বিকর্মক = বাবা মিনুকে জামা কিনে দিয়েছেন।

iv. প্রযোজক = মা শিশুকে চাঁদ দেখায়।

v. যৌগিক = সাইরেন বেজে উঠল।

vi. মিশ্র = ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

❖ সমধাতুজ কর্মঃ ক্রিয়ার ধাতু = কর্মের ধাতু

উদাহরণ - দারুণ এক খেলা খেলেছি।

বেশ এক খাওয়া খেয়েছি।

বাংলা অনুজ্ঞা

- অনুজ্ঞাঃ IMPERATIVE + OPTATIVE

i. অনুজ্ঞার কাল = বর্তমান + ভবিষ্যত

ii. অনুজ্ঞার পুরুষ = মধ্যম পুরুষ

iii. অনুজ্ঞার বিভক্তি = কাল ও পুরুষের উপর নির্ভর করে

- প্রাচীন বাংলা রীতিতে ক্রিয়াপদের "হ" বর্তমানে অ/ও, যেমন-

অধম সন্তানের মাগো দেহ (দাও) পদচ্ছায়া।

কারক

i. হামিদ বই পড়ে = কর্তৃকারক

ii. নাসিমা ফুল তুলছে = কর্মকারক

iii. লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ হয় = করণ কারক

iv. ভিখারিকে ভিক্ষা দাও = সম্প্রদান কারক

v. মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে = অপাদান কারক

vi. এ জমিতে সোনা ফলে = অধিকরণ কারক

ক) মূখ্য কর্তা = ছেলেরা ফুটবল খেলছে।

খ) প্রযোজক কর্তা = শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।

গ) প্রযোজ্য কর্তা = মা শিশুকে চাঁদ দেখায়।

ঘ) ব্যতিহার কর্তা = রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।

কারক

- আধারাধিকরণ -

i. ঐকদেশিক = পুকুরে মাছ আছে।

ii. অভিব্যপক = পুকুরে পানি আছে।

iii. বৈষয়িক = রাকিব ব্যাকরণে ভাল কিন্ত অঙ্কে কাঁচা।

- উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম – দুধকে মোরা দুগ্ধ বলি, হলুদকে বলি হরিদ্রা।

বাক্য প্রকরণ

❖ একটি সার্থক বাক্যের গুণ তিনটি। যথা -

i. আকাঙ্ক্ষা

ii. আসত্তি

iii. যোগ্যতা

❑ যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হল -

ক) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতাঃ আপনার নিকট বাধিত থাকব।

খ) দূর্বোধ্যতাঃ তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ।

গ) উপমার ভুল প্রয়োগঃ আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল।

বাক্য প্রকরণ

ঘ) বাহুল্য দোষঃ সকল ছাত্ররাই উপস্থিত।

ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তনঃ অরণ্যে রোদনকে বনে ক্রন্দন বলা যাবে না।

চ) গুরুচণ্ডালী দোষ -

সঠিক	ভুল
গরুর গাড়ি	গরুর শকট
শবদাহ	শবপোড়া
মড়াপোড়া	মড়াদাহ

বাংলা প্রথম পত্র

1) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
2) কাজী নজরুল ইসলাম
3) প্রমথ চৌধুরী
4) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
5) হায়াৎ মামুদ
6) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
7) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
8) শামসুর রাহমান
9) নির্মলেন্দু গুণ
10) জীবনান্দ দাশ

Thank you!